



৫০-সূরা কাফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪৬ আয়াত এবং ৩ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। কাফ । এই পরম মর্যাদাশালী-মহান কুরআনের কসম (যাহা একটি বড় প্রমাণ স্বরূপ যে পুনরুত্থান অবশ্যই সংঘটিত হইবে) ।

قَسَمَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ

৩। কিন্তু তাহারা বিসময় প্রকাশ করিতেছে যে, তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধা হইতে একজন সতর্ককারী আগমন করিয়াছে । অতএব কাফেররা বলিতেছে, 'ইহা এক তাজবের ব্যাপার !

بَلْ عَجَبًا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ

৪। কী আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মাটিতে পরিণত হইব (তখন আমরা পুনর্জীবিত হইব)? এইরূপ প্রত্যাভর্তন (সজাবনা হইতে) অনেক দূরের বিষয় ।

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

৫। আমরা নিশ্চয় জানি যাহা যমীন তাহাদের মধা হইতে হ্রাস করে (এবং উহাও যাহা তাহাদের মধা বৃদ্ধি করে), এবং আমাদের নিকট এমন এক কিতাব আছে, যাহা (সবকিছু) সংরক্ষণ করিয়া যাইতেছে ।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ

৬। বরং যখন পূর্ব-সত্য তাহাদের নিকট আসিল, তখন তাহারা ইহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিল; এইজন্য তাহারা বিষম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবস্থায় পড়িয়া আছে ।

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ

৭। তাহারা কি নিজেদের উদ্ধারিত আকাশকে দেখে না যে, আমরা উহাকে কিরূপে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে কিরূপে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছি, এবং যাহার মধা কোন ছিদ্র নাই?

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

৮। এবং (তাহারা কি দেখে না) পৃথিবীকে— আমরা ইহাকে সম্প্রসারিত করিয়াছি, এবং ইহাতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছি এবং উহার মধা সর্ব প্রকারের সুন্দর সুন্দর জোড়া উৎপন্ন করিয়াছি,

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَشْبَتْهَا فِيهَا مِنْ كُلِّ دَوْجٍ يَهْبِجُ

৯। ইহাতে (আল্লাহর সমীপে) অবনত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্তর্দৃষ্টি ও উপদেশ রহিয়াছে ।

تَبْصِيرًا وَذَكَرَ لِي عَبْدٍ مُنِيبٍ

১০। এবং আমরা মেঘ হইতে বরকত পূর্ণ বারি বর্ষণ করি, অতঃপর আমরা উহা দ্বারা বাগানসমূহ এবং কৰ্তনযোগ্য শস্য উৎপন্ন করি,

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جُبْنَ
وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝

১১। এবং উচ্চ খর্জুর বৃক্ষসমূহ, মাহাদের উচ্ছসমূহ স্থরে স্থরে (সূক্ষ্মিত) রহিয়াছে—

وَالنَّخْلُ بَاسِقٌ لِّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۝

১২। বান্দাদের জন্য রিস্কস্বরূপ; এবং আমরা উহা দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবিত করি। অনুরূপভাবেই পুনরুত্থান হইবে।

نَزَّلْنَا لِّلْغُلَامِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ
الْخُرُوجُ ۝

১৩। (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল— তাহাদের পূর্ব নূহের জাতি এবং কূপের অধিবাসীগণ এবং সামুদ্র জাতি,

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَشُودُ ۝

১৪। এবং আদ (এর জাতি) এবং ফেরাউন এবং নূতের দ্রাক্ষরস,

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝

১৫। এবং অরণ্যের অধিবাসীগণ এবং তুস্কার জাতি। তাহারা প্রত্যেকেই রসুনগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, পরিণামে আমার প্রতিশ্রুত আযাব পূর্ণ হইল।

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُتَيْجٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ
فَإِنِّي وَاعِدٌ ۝

১৬। তবে কি আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি? না, বরং নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহে নিপতিত।

أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ
خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

১৭। এবং নিশ্চয় আমরা মানুসকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার আত্মা তাহাকে যাহা কিছু পরোচনা দেয় উহাও আমরা অবগত আছি, এবং আমরা (তাহার) জীবন-শিরা অপেক্ষাও তাহার অধিকতর নিকটে আছি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسُّوهُ بِهِ
نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

১৮। যখন (তাহার) ডানদিকে এবং বামদিকে উপবিষ্ট দুইজন লিপিকার লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছে;

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ
قَوَّيْنِدُ ۝

১৯। সে যে কথাই বলুক না কেন, তাহার নিকট অবশ্যই (সংরক্ষণের নিমিত্ত) একজন অতন্ত্র প্রহরী (ফিরিশ্তা নিয়োজিত) রহিয়াছে,

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْنِدُ ۝

২০। এবং মৃত্যুর মুহূর্ত সত্য সত্যই আসিবে, 'ইহা সেই অবস্থা যাহা হইতে তুমি পাশ কাটাইয়া যাইতে।'

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ
مِنْهُ تَعِيدُ ۝

২১। এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। ইহাই সেই প্রতিশ্রুত দিবস।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ۝

২২। এবং প্রত্যেকটি আত্মা (এমন অবস্থায়) উপস্থিত হইবে যে, পিছন হইতে হাঁকিবার জন্য তাহার সঙ্গে একজন চানক (ফিরিশ্তা) এবং একজন সাক্ষী (ফিরিশ্তা) থাকিবে।

২৩। (তখন আমরা বলিব) 'এই (দিন) সম্বন্ধে তুমি গাফেল ছিলে, সুতরাং (এখন) আমরা তোমার উপর হইতে তোমার পর্দা সরাইয়া দিলাম, ফলে আজ তোমার দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়াছে।'।

২৪। এবং তাহার সঙ্গী বলিবে, 'যাহা কিছু আমার নিকট প্রস্তুত আছে তাহা এই।'।

২৫। (অতঃপর আমরা তাহাদের উভয় চানক ও সাক্ষীকে বলিব) 'তোমরা জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপ কর প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে, সত্যের শত্রুকে,

২৬। ভান কাজের প্রতিরোধকারীকে, সীমাতিক্রমকারীকে, সন্দেহ পোষণকারীকে—

২৭। যে আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য মা'বুদ গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং তোমরা তাহাকে অতি কঠোর আঘাতে নিষ্ক্ষেপ কর।'।

২৮। তাহার সঙ্গী বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তো তাহাকে অবাধা করি নাই, বরং সে (নিজেই) ঘোর পঞ্চদষ্টতায় নিপতিত ছিল।'।

২৯। তিনি বলিবেন, 'তোমরা আমার নিকট ঝগড়া করিবে না, আমি তোমাদিগকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম,

৩০। আমার দরবারে কোন কথা পরিবর্তন করা যায় না, এবং আমি বান্দাগণের প্রতি ন্যূনতম যত্নমণ্ড করিব না।'।

৩১। সেদিন আমরা জাহান্নামকে বলিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়াছ?' এবং সে উত্তরে বলিবে, 'আরও কিছু আছে কি?'।

৩২। এবং জাহান্নামকে মৃত্যুকীর্ণগণের জন্য এত নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে যে, কোন দ্রব্ধ থাকিবে না।

৩৩। (এবং বলা হইবে) 'ইহাই, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদের মধ্যে (আল্লাহর দিকে) প্রত্যেক পুণঃ পুণঃ প্রত্যাবর্তনকারী এবং

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۝

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا نَكْشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي ۝

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كَقَارِ عَيْنِي ۝

مَتَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۝

إِذْ نَفِثَ جَعَلَنَّ اللَّهُ إِلَهَاكَ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۝

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْنَاهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

قَالَ لَا تَحْتَمِلُوا لَدَيْ وَقد قَدْ مَتُ إِلَيْكُمْ يَا لَوَعِيدٍ ۝

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيْ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ۝

وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِّلنَّاسِ غَيْرِ يَوَعِيدٍ ۝

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَزَافٍ حَفِيظٍ ۝

(ধর্ম-কর্মের) অধিক হিফাযতকারী বাস্তির সঙ্গে করা হইয়াছে,

৩৪। যে রহমান আল্লাহকে সংগাপনেও উয়্য করিয়া চলিয়াছে, এবং (আল্লাহর নিকট) বিনয়ের সহিত প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর নইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

৩৫। তোমরা শাস্তির সহিত এই জান্নাতে প্রবেশ কর। ইহা সেই চিরস্থায়ী বসবাসের দিন।

৩৬। সেখানে তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাই তাহারা পাইবে, ইহা ছাড়া আমাদের নিকট দেওয়ার আরও অনেক কিছু আছে।

৩৭। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা পাকড়াও করার শক্তিতে ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল ছিল! (যখন আযাব আসিল) তখন তাহারা (রক্ষা পাওয়ার জন্য) সারা দেশ চমিয়া বেড়াইল। কিন্তু (তাহাদের জন্য) কোথাও কি বাঁচিবার স্থান ছিল?

৩৮। নিশ্চয় ইহাতে তাহার জন্য উপদেশ রহিয়াছে যাহার (বোধসম্পন্ন) অন্তর আছে অথবা যে কান পাতিয়া শ্রবণ করে এবং সে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

৩৯। নিশ্চয় আমরা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহাদিগকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছি অথচ আমাদের কাছে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।

৪০। অতএব তাহারা যাহা কিছু বলিতেছে উহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে মহত্ব এবং পবিত্রতা ঘোষণা কর;

৪১। এবং রাত্রিতে তাঁহার তসবীহ কর এবং সেজদাসমূহের শ্রেণিতে (এইরূপ করিয়া থাক)।

৪২। ওন! যেদিন একজন আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করিবে,

৪৩। যেদিন সকল লোক অবশ্যস্তাবী আযাবের বিকট শব্দ শুনিবে; ইহাই হইবে (কবরসমূহ হইতে) বাহির হইবার দিন।

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۝

إِذْ خُلُوْهُمَا بِسُلَيْمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْءِ ۝

لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ۝

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّجْنُونٍ ۝

إِنِّي فِيْ ذَٰلِكَ لَنَذِيرٌ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّوْطٍ ۝

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۝

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَآذَانَ السُّجُوْدِ ۝

وَاسْتَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِن مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝

يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ۝

৪৪। নিশ্চয় আমরাই জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু দিই, এবং আমাদেরই দিকে সকলের (চূড়ান্ত) প্রত্যাবর্তন হইবে,

إِنَّا نَحْنُ غَنِيٌّ وَنُؤْتِيكَ وَالنَّاسَ الْمَوْتَ ۝

৪৫। যেদিন পৃথিবী তাহাদের (দুষ্কার্যের) দরুন বিদীর্ণ হইবে এমতাবস্থায় যে, তাহারা (উহা হইতে বাহির হওয়ার জন্য) তাড়াতাড়ি করিবে; এইরূপে (মৃত্যুদিগকে) সমবেত করা আমাদের জন্য সহজ।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ خِزْيٌ لِّنَّاسٍ
يَسِيرُونَ ۝

৪৬। তাহারা যাহা বলে আমরা উহা সর্বিশেষ অবগত আছি; তুমি তাহাদের উপর (কোন ক্রমেই) শক্তি প্রয়োগকারী নহ, অতএব তুমি কুরআন দ্বারা তাহাকে উপদেশ দাও যে আমার সতর্ক বাণীকে ভয় করে।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ
فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ۝